R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSI —4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩রা শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২০শে জুলাই, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতেই জঙ্গিপুরে পুরকর রিভিউ করা হবে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকায় নতুনভাবে কর ধার্য্যের ব্যাপারে কোন রকম দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব হয়েছে সি পি এম নেতা ও জঙ্গিপুরের বর্তমান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, সরকারী আইন অনুযায়ী স্ল্যাব রেটে নতুনভাবে কর ধার্য্য হয়েছে। দমদম, বরানগর প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে জঙ্গিপুরের কোন পার্থক্য সরকারী নজরে ধরা হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ পদ্ধতি সবক্ষেত্রে সমর্থন করেন না। কারণ এর ফলে জঙ্গিপুরে কিছু পরিবারের উপর চাপ পড়েছে অস্বাভাবিক। এই চাপ কমাতে পুর আইনকে ঠিক রেখে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে যে কোন প্রস্তাব বা বক্তব্য জঙ্গিপুরের পুর বোর্ড গ্রহণ করতে রাজী আছেন। সংবাদপত্র বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও যদি কোন পরামর্শ আসে তবে তা সাদরে গৃহীত হবে। এ আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। সোমবার পুর ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মৃগাঙ্কবাবু তাঁর বক্তব্য রাখেন। ওই বৈঠকে পুর এলাকায় কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়েই মূল আলোচনা হয়। পুরপতি জানান, ধার্য্য করের ব্যাপারে যাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন তাঁদের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে। নিয়ম অনুসারে ৫ জন কমিশনার এই রিভিউ কমিটিতে থাকলেও রিভিউ-এর সময় ১৫টি ওয়ার্ডের কমিশনারকেই উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে যাতে এ নিয়ে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুর্শিদাবাদের গ্রন্থাগারগুলিতে অব্যবস্থা চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের কাজকর্ম্মের ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ৭০টি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ আইনগত কারণে বন্ধ হয়ে আছে। জঙ্গিপুর মহকুমার ৮টি গ্রন্থাগার 'গ্র্যান্ট ইন এড' বিল জমা না দেওয়ায় তাদের টাকা পয়সা আপতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সময়মত আবেদন পত্র না পৌঁছানোয় জেলার ১৫৬টি গ্রন্থাগার রাজা রামমোহন ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী থেকে যে অর্থ ও পুস্তক সাহায্য প্রতি বছর পেতেন এবারে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সবকিছুর মূলে শিক্ষা ভবনের জনকয় কর্ত্তা। এরা সময়মত সরকারী কাগজপত্র বা নির্দেশসমূহ গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগারগুলিতে পৌঁছে না দেওয়ায় পদে পদে অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জনৈক মুখপাত্র জানান, এ বছর জেলায় ৫২ জন গ্রন্থাগার নিয়োগ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জঙ্গিপুর ও লালবাগে ৩ জনকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। অভিযোগ, একই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্নীতির দায়ে বড়বাবু সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েকটি গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে ধুলিয়ান গঙ্গা পি ডবলু আই (রেল) বিভাগের বড়বাবু ললিত সাহাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। ডি আর এমের নির্দেশেই এই সাসপেনসন্। শ্রীসাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে চাকরীর জন্য ১০০ জনের একটি তালিকা প্রস্তুতের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা করে ঘুষ সংগ্রহ, রেলের সম্পত্তি ব্যক্তিগত কাজে লাগানো প্রভৃতি। অভিযোগে আরও প্রকাশ, ঐ বড়বাবু ও তার এক সহোদর সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাস্তুঘুঘুর বাসা তৈরী করে দু'হাতে টাকা লুঠছেন। এ ব্যাপারে ধুলিয়ানে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে।

জঙ্গিপুর কলেজে 'ভূগোল বাতিলের সিদ্ধান্ত' বাতিল হল

বিশেষ সংবাদদাতা : স্থানাভাবের কারণ দেখিয়ে বন্ধ হওয়া 'অর্থনৈতিক ভূগোল' বিষয়টি জঙ্গিপুর কলেজে + ২ শিক্ষাবর্ষে এ বছরও চালু থাকছে। ১৫ জুলাই টিচার্স কাউন্সিল এক সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়টির পঠন-পাঠন বন্ধ করে দেওয়া সংক্রান্ত পূর্ব্বের সিদ্ধান্তটি বাতিল করায় ছাত্র ও অভিভাবক মহল আশ্বস্ত হয়েছেন। ঠিক হয়েছে 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাসগুলিকে সামান্য সংশোধন করে 'অর্থনৈতিক ভূগোল' রুটিনভুক্ত করা হবে। ঐ দিনের সভায় কলেজের সেরা ছাত্রদের প্রতিবছর পুরস্কৃত করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বার্ষিক ও টেষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রতি ক্লাসে প্রথম তিন জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি 'মেরিমোনিয়াল খাত' এর বরাদ্দ থেকে পাওয়া যাবে। প্রতি বছরই কলেজে ঐ খাতে ৬শো টাকা মত এসে থাকে। এতদিন ওই টাকা হয় ফেরৎ যেত নতুবা অন্য খাতে লাগানো হ'ত। কলেজ অধ্যাপকেরা ওই দিনের সভায় কলেজ কর্মীদের হঠাৎ মৃত্যুর পর পারলৌকিক কাজের জন্য একটি নিজস্ব ফাণ্ড গড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৬ জন কলেজ কর্মচারীকে এর জন্য প্রতি বছর ১ টাকা করে ওই ফাণ্ডে জমা দিতে হবে। ফাণ্ডের বাকী টাকা আসবে কলেজের খবরের কাগজ, পরীক্ষার খাতা প্রভৃতি বিক্রী থেকে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রামে গ্রামে অশান্তি পুলিশ পিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রঘুনাথগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ায় পুলিশকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। ৫টি গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েও অবস্থা সামলানো এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। থানায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফোর্সও নেই। এই অবস্থায় ঐ থানায় অতিরিক্ত কিছু ফোর্স পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এদিকে সুজাপুরের অবস্থা কিছুটা শান্ত হওয়ায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ফের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'স্থানীয়দের ধুলিয়ান পুরসভায় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে'—এই দাবী তুলে সোমবার একদল যুবক ধুলিয়ান পুর ভবনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। ১০ জন শিক্ষক পদের জন্য ঐদিন জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘির প্রার্থীদের ইনটারভ্যুতে ডাকা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা তাদের মারধোরের ভয় দেখায় এবং একদল মহিলা প্রার্থীকে তালাবন্ধ করে রাখে। অবস্থা সামলাতে পুর কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনায় বসলেও কোন ফল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'কর নিয়ে দলবাজী' প্রমাণ চান পুরপতি

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সি পি এম নিয়ন্ত্রিত জঙ্গিপুর পুর বোর্ড নতুনভাবে কর ধার্য্যের ব্যাপারে সি পি এম নেতাদের ক্ষেত্রে হার কমিয়ে দিয়েছেন বলে যা রটানো হচ্ছে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য হাতে-কলমে তার প্রমাণ চেয়েছেন। একটি ক্ষেত্রেও এ ধরনের নজীর দেখাতে পারলে তিনি কড়া

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯০ সাল

॥ অশুভ সংকেত ॥

কবিকুল আর বোধ করি, বর্ষা-পাগল হইবেন না। তাঁহাদের হৃদয় ময়ুর-নৃত্যে চঞ্চল হইবে না; 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে', 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা', 'সঘন গহন রাত্রি/ ঝরিছে শ্রাবণ ধারা'—প্রভৃতি এখন কেমন যেন বেসুরা শুনাইতেছে। আষাঢ় মাসের মেঘডম্বরু শুনিয়া গত বৎসরের খরাক্লিষ্ট মানুষ আশায় বুক বাঁধিয়া ছিলেন। যেমন করিয়া হউক, বীজতলায় ধানচারা তৈয়ারী করিবার তৎপরতা দেখা গিয়াছিল। প্রায় দিনই 'ঝিপ ঝিপ' বৃষ্টিতে জমিগুলিও বেশ সরস হইয়া উঠিয়াছিল। দুই একটি পশলা-বর্ষণ হইলেও ধান রোয়ার কাজ আরম্ভ হইয়া যাইত। দিনে রৌদ্র, রাত্রে বৃষ্টি পাইয়া 'ভাদুই' ধান পুলকে ঝাড় বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। শীষ গর্ভ হইতে আর দেরী ছিল না। কিন্তু প্রায় পক্ষকালের উপর হইয়া গেল, বর্ষার ঠিকানা নাই। তৎপরিবর্তে প্রচণ্ড দাবদাহ। নিষ্করুণ আকাশ জলভরা মেঘ ধারণে অক্ষম মনে হয়। অনেকেই ভাবিতেছেন, আকাশ এমন বন্ধ্যা হইল কেন? ধান রোয়ার জমির রস শুকাইয়া ফুটিফাটা। আবার 'খরানি চাষ' চলিতেছে। ও ধায়ে ধানচারা নিশ্চয়ই শষ্পরাজিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

সরকারী আবহাওয়া দপ্তর ত বেশ কিছুদিন পূর্বেই বর্ষার আগমনের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সেই সময় করে অতিক্রান্ত। ধারাবর্ষণ নামিল না, কাজেই আবহপূর্বাভাষ কোন কাজের বলিয়া কাজ হয় না। ঘোষণায় ও বাস্তব প্রতিফলনে বিস্তর ফারাক। এখনই অনেকে আশঙ্কা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবারেও যদি বর্ষা না হয়, মানুষ কি করিবে? আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকলে হতাশ হইতেছেন। শ্রাবণ মাসের চাষে নাকি সোনা ফলে জমিতে। বলা হয় শ্রাবণের চাষ শীষেরই আশ্বাস। শ্রাবণ শুরু হইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলের মানুষ কায়মনোবাক্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছেন। কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটাইবার প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের নাই। থাকিলে এত দুর্ভাবনা হইত না। গত বৎসর যে খরা গেল, তাহার ধকল কাটানই দায় হইয়াছে। আবার যদি খরা হয়, তবে মানুষে মানুষ খাইবে কিনা কে জানে?

উলটপুরাণ

পরাগল খাঁ

জগৎ ও জীবনের সব কিছুই যে নিয়মের রাজত্বের আওতায় পড়ে না তাহা এখন যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। অনিয়মটা এখন নিয়ম হইয়াছে। এই যুগে যাহার যত 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশী তিনি তত শক্তিমান, তিনি তত বেশী অনিয়মকে নিয়ম করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কি আশ্চর্য আকর্ষণী ক্ষমতা। আবার স্থান কাল বিশেষে আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব মত গুরু অথবা লঘু। কোথাও দেখিবেন প্রচণ্ড, কোথাও প্রচণ্ডতর এবং কোথাও প্রচণ্ডতম। ব্যাকরণের ভাষায় ইহার মাত্রার অর্থাৎ কিনা ডিগ্রীর তারতম্য লক্ষ্য করা যাইবে। এই অনিয়মের কথা বলিতে যাইলেই বিপদ। প্রতিবাদ করিলে একক করিতে হইবে—সমর্থন মিলিবে এমন বড় ভরসা নাই। প্রতিরোধ? সেই চিন্তা করার নির্গলিত অর্থ হইল মূর্খের স্বর্গে বাস করা। মানুষ যেন অধুনা—অনিয়মের প্রবক্তা এবং প্রবর্ত্তক। গার্ডিনারের কথায় তাহাদের বলা যাইতে পারে—'Liberty drunk.' দুর্ভাগ্য—এই যুগে We all are liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of imperfections of others in this respect than of our own. অপরের দোষ দেখি, নিজেরটা দেখিতে পায় না বা দেখিতে চাহিনা। পথই হউক আর পরীক্ষা গৃহে হউক, ঘরেই হউক বা পারাপারের ঘাটেই হউক—সর্ব্বত্রই এখন অনিয়মের রাজত্ব। এই চিত্র বেচারা রামেন্দ্রসুন্দর এই যুগে আসিয়া দেখিলে অবাক হইয়া যাইতেন। সৌর জগতে যাহাই হউক মানব জগতে আজকাল অনিয়মটাই বড় কথা। সব হইতে বড় আশ্চর্যের বিষয় যিনি অনিয়ম করিবেন অর্থাৎ যিনি নিয়ম অমান্য করিবেন তিনি অপরের অনিয়ম সম্পর্কে বেশী সোচ্চার হইয়া থাকিবেন।

গলাবাজি করিয়া মাৎ করিবেন। বঙ্কিম বাবু অবশ্য একটি নিবন্ধে (বসন্তের কোকিল) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—গলাবাজি যিনি করিতে পারিবেন তিনি কার্যতঃ জয়মাল্য লাভ করিবেন। নিজের ত্রুটিকে ঢাকিতে হইলে কণ্ঠকে সুর সপ্তমে চড়াইতে হইবে তাহা হইলে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবেন না। প্রচলিত প্রবাদেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়—চোরের মায়ের গলা জোর। পুত্রের কৃত অপরাধকে ঢাকিবার জন্য মায়ের অবিশ্রান্ত ঘোষিত হইবে কণ্ঠ নির্ঘোষ। সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ষ্টিফেন লিকক সাহেব—তাহাতে বলিয়াছেন যাহারা কাঁচের ঘরে বাস করিবেন তাহারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন না। কাঁচের ঘরে বসবাসকারী মানুষ অহরহ এলোপাথাড়ি চতুর্দিকে শুধু গোলাগুলি বর্ষণের ন্যায় লোষ্ট্র নিক্ষেপণ করিয়া চলিবেন—তবেই কেহ তাহার সম্মুখে আসিতে সক্ষম হইবেন না। রাস্তার নিয়ম আছে বলিয়া আজকাল কেহই মনে করি না, যেমন করিয়া জীবন যাত্রার নিয়ম। সত্যই সেলুকাস, দুনিয়া বড় বিচিত্র; মানুষ বড় বিচিত্র জীব।

শিষ মহম্মদের শিস্

দুর্ম্মুখ

এম, এল, এ শিষমহম্মদ মহানন্দে শিস্ দিতে দিতে অভিযোগ আন্‌লেন গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের ভারপ্রাপ্ত ইন্‌জিনিয়ার সাহেবের বিরুদ্ধে আট লাখ টাকা ভুয়াবিল পাশের। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ননীবাবু সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ তদন্তের ভার দিলেন সেচ দপ্তরের চিফ্ ইন্‌জিনিয়ার মিঃ শীতল দেকে। শিষ মহম্মদের উষ্ণ অভিযোগকে শীতল করার কাজে শীতল দেকে নিযুক্ত করা ননীবাবুর মনে রসজ্ঞানের পরিচয় বহন করে সন্দেহ নেই। শিষ মহম্মদ এত কাজ থাকতেও সহসা কেন যে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কে জানে? তাঁর অঞ্চলের বিচরণ ক্ষেত্রে কত শত কাজ পড়ে রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সহসা তিনি যে কেন এই ইন্‌জিনিয়ার সাহেবটির উপর রোষ বৃষ্টি করলেন বোঝা দুষ্কর। মনে হয় 'ইনি যে নিয়ার' তাই ইন্‌জিনিয়ারকে নিয়েই পড়েছেন শিষ মহম্মদ। আর যা কিছু সব দূরের তাই দূর ছাই বলে ওগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখলেন তিনি। তার উপর সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁর দলের এবং সেক্ষেত্রে তদন্ত করানো তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হবে এটাও নিশ্চয়ই আরো একটা কারণ। ঐ অঞ্চলে নাকি কোন কাজই হয়নি এই হলো তাঁর অভিযোগ। কিন্তু স্পারের কাজে লাগে বোল্ডার। বোল্ডার কিন্তু ফোল্ডার নয় যে ফাইলে রেখে কিংবা সরিয়ে প্রমাণ করা বা প্রমাণ লোপ করা সম্ভব। পাথর মাটির রূপান্তর হলেও এমন কিছু নরম নয় যে হঠাৎ গলে জল হয়ে লোপাট হয়ে যাবে। যিনি ইন্‌জিনিয়ার তিনি এটা নিশ্চয়ই জানেন। তাই এ অভিযোগ প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। সায়েব গায়েব করেছেন এক আধটা টাকা নয়, আট লাখ টাকা এটা বিশ্বাস্য করে তোলাও সহজ নয়। এখন সবই নির্ভর করছে শীতল দে গঙ্গার শীতল জলের কত গভীরতায় নেমে তদন্ত করতে পারবেন তার উপর। তবে যদি সায়েব টাকা মাটি মাটি টাকা ভেবে রামকৃষ্ণের মত ভাবের ঘোরে অফিসার ঠিকাদারদের অভিসার দেখেও না দেখে অস্বাভাবিক বোল্ড হয়ে বোল্ডারের মত বিরাট জিনিসের চেহারাকে বাই পাশ করে বিল পাশ করে থাকেনই তবে তা ধরা পড়বেই, ফলও ভোগ করতে হবে তাঁকে। কিন্তু মিঃ দের অনুসন্ধানের ধারাটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার আর অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু হস্তিমূর্খ আমি সঠিক অনুধাবন করতে পারছি না বোল্ডার তো ছোট জিনিষ নয় যে তল্লাশিতে হঠাৎ পকেট থেকে বেরিয়ে পড়বে আর আসামীর চোরের প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে। এ হোল বোল্ডার, খাঁটি বড় বড় পাথর। আট লাখ টাকার পাথরের কাজ রাতারাতি হাফিজ হওয়া বা গড়ে উঠা কোনটাই সম্ভব নয়। তাই শীতলবাবুর অনুসন্ধান পদ্ধতি বড়ই শীতল মনে হওয়া স্বাভাবিক। ননীর মত বোল্ডারগুলি জলে গলে মাটিতে মিশে যাবে এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই শিষ মহম্মদ আনন্দে যতই শিস্ দিয়ে বলুন 'ননীবাবু শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবেন' তা কিন্তু প্রমাণিত হয় না অনুসন্ধানের পদ্ধতিতে। ননীবাবু আগে নামে ননী তার উপর নিয়োগ করেছেন শীতল বাবুকে। অতএব শিষ মহম্মদের অভিযোগ যতই উষ্ণ হোক ননীর শীতলতায় ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে সায়েবের আশীস্ হয়ে উঠলে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তার উপর কেন্দ্রের টাকা জলে যাবার জন্যই রাজ্যে আসে,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রেম এবং মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ : ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দুই যুবক-যুবতী পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করতে ব্যর্থ হওয়ায় আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সুতী থানার ছাবঘাটী গ্রামে। প্রকাশ, তারা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলে তাদের অভিভাবকেরা আপত্তি জানাই। এর পরই শনিবার তারা বিষ পান করে আত্মহত্যা করে। পরদিন তাদের উভয়েরই মৃতদেহ একই বিছানায় শায়িত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

শিষ মহম্মদের শিস্

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এটা এখন স্বাভাবিক ঘটনা। অতএব জলের টাকা জলে যাবার পর অভিযোগ আরো তলে চলে গেলে অবাক হবার কারণ নেই। শিষ যতই শিস্ দিন অভিযোগ মিসে নয় যে গলবে না। হয়তো দেখা যাবে একদিন উষ্ণ অভিযোগ কোন গোপন চাপে-তাপে-ভাপে গলে বাষ্পীভূত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আট লাখের অভিযোগের হাঁকডাকের ফানুষ চুপসে গিয়ে শীতল বাবুর শীতল ঘরের ফাইলে মাথা গুঁজে সুখে নাক ডাকাচ্ছে।

অব্যবস্থা চরমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিনে নিয়োগ হয়েও তারা অনেকেই সিনিওরিটি হারাবেন। এর বিরুদ্ধে কয়েকজন আদালতে যাওয়াই ৭০টি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে গ্রন্থাগারের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক অভিযোগ করেছেন, গ্রন্থাগারগুলি চালানো তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী অফিসার না থাকায় সরকারী কাগজপত্র সময়মত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠানো হচ্ছে না। তাদের নানাভাবে হয়রান হতে হচ্ছে। গত জানুয়ারী মাসে প্রত্যেক গ্রন্থাগারকে ৪ হাজার টাকা করে গ্র্যান্ট পাঠানো হয়েছে। হঠাৎ ৫ মার্চ্চ এক নির্দেশে প্রাপ্ত টাকার মধ্যে ৫শো টাকা করে ফেরৎ দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই এ টাকা ৮২-৮৩ বছরে খরচ করে ফেলায় ফেরৎ দিতে পারেননি। খবর মিলেছে বহরমপুরে জেলা গ্রন্থাগারে প্রচুর আসবাব ও বই অযত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য আসা সব বই তারা চেয়েও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৭ জুলাই অগ্নিফৌজ ক্লাবের পরিচালনায় স্থানীয় এস ডি ও কোর্ট ময়দানে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় স্থানীয় প্রাকটিস কর্ণার সেবাশিবির ক্লাবকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে। উক্ত খেলায় প্রাকটিস কর্ণারের বিশ্বদেব মুখার্জী ও সেবাশিবিরের সমীর সরকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার নির্বাচিত হন। সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন প্রাকটিস কর্ণারের কৌশিক ঘোষ এবং সেবাশিবিরের যোগেন ভূঁইমালি। উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় এস ডি পি ও এস এন দাস।

চোরাই তার সমেত দু'জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গনকর দক্ষিণপাড়া এলাকার ৩'৮ কিমি পথের যে বৈদ্যুতিক তার চুরি গেছিল রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ তার আংশিক উদ্ধার করেছে। চুরি যাওয়া ১৬ হাজার টাকা মূল্যের তারের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার টাকার তার সমেত ধলো ও উমরপুরের দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আরো তদন্ত চলেছে।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

মানুষের দেহ সুস্থ থাকে যতক্ষণ জীবনের সুখ ভোগ শুধু ততক্ষণ

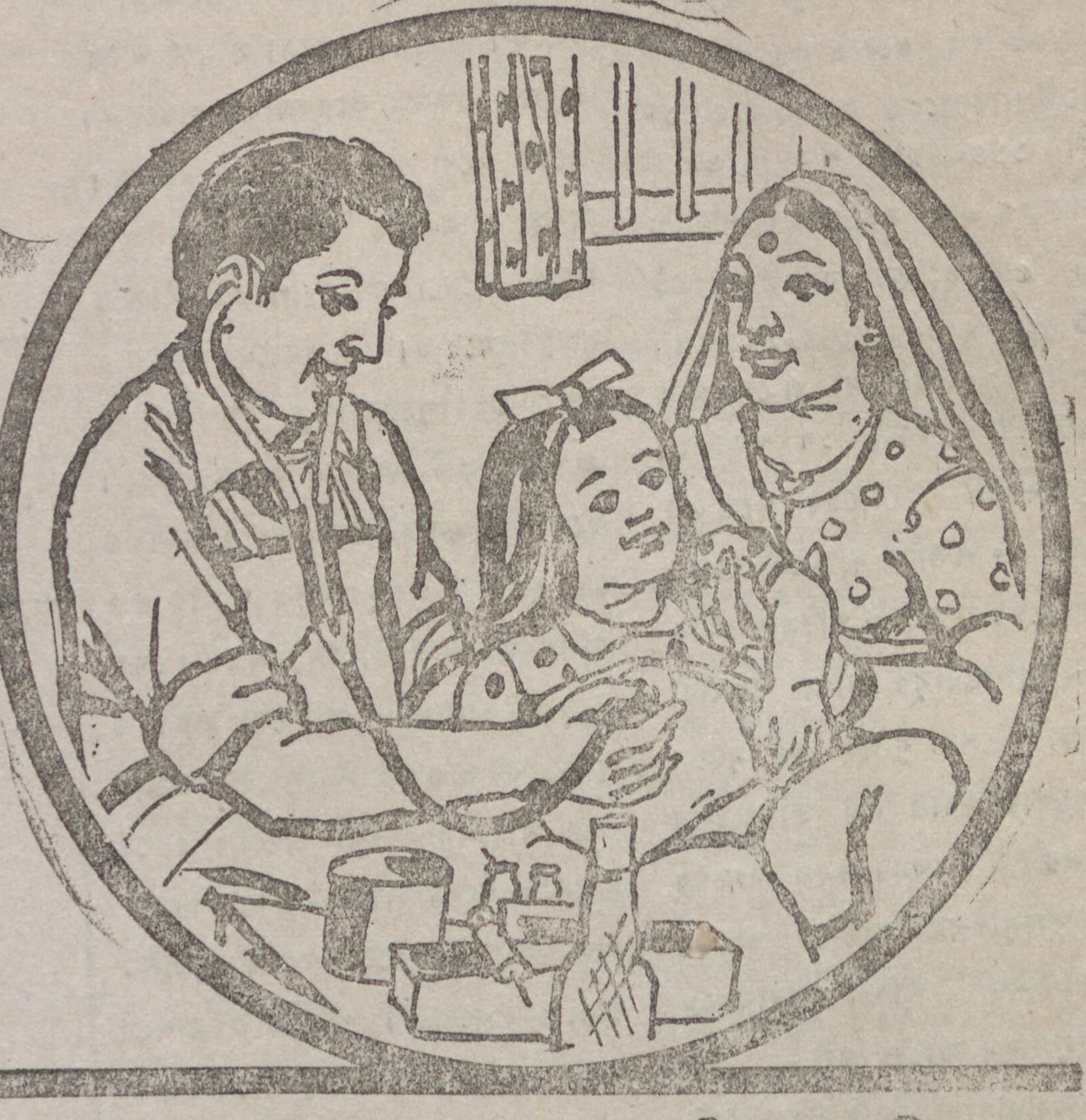

সুস্বাস্থ্যই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিকল্পনা রূপায়ণকালে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

- ২০০০ সালের মধ্যে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" বাস্তবায়িত করতে এক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।
- এর আগেই সারা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৫ হাজারের উপর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- শিশু ও প্রসূতি মহিলারা সহজে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক সুসমন্বিত কার্যসূচী শুরু করা হয়েছে। এর সুফল লক্ষ্যগোচর হতে শুরু করেছে।
- বস্তির অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানান রোগের উৎপত্তি হয়। এধরনের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী তিন কোটির মত লোক ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০ দফা কার্যসূচীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে সক্ষম হবেন।

এবিষয়ে বিশদ জানতে হলে নীচের কুপনটি ব্যবহার করুন :—

অ্যাসিসট্যাণ্ট ডিসট্রিবিউশন অফিসার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯ রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নতুন বিশদফা কার্যসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই : অনুগ্রহ করে আমাকে ইংরাজী/বাংলা পুস্তিকা পাঠান :

নাম ....

ঠিকানা ....

.... পিন ....

সুস্থ নাগরিকই সুস্থ সমাজের বনিয়াদ, নতুন বিশদফা কার্যসূচী

davp 83/85

পুর কর রিভিউ করা হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না ঘটে। মৃগাঙ্কবাবু জানান, গত অ্যাসেসমেন্টে জঙ্গিপুরে ৪৪৮২টি হোল্ডিং ছিল। এবারে তা বেড়ে ৪৮৮৪তে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে এবারে ১৬৮৫টি পরিবারকে করের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই দেওয়া হয়েছে। নতুন হারে কর বেড়েছে ৭০ ভাগ পরিবারের তবে বেশী চাপ পড়েছে হাজার দুই পরিবারের উপর। কর মকুব হয়েছে সবচেয়ে বেশী ধনপতনগর, রাধানগর, রহমতপুর এলাকাগুলিতে। সেখানে ৫৫৫টি পরিবারের মধ্যে ৫২৯টিকে কোন রকম পুর কর দিতে হবে না। করমুক্ত পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে কম ৫নং কালেকসন ওয়ার্ডে। মাত্র ৮৭ জন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের ১৫ নং নির্বাচনী ওয়ার্ড এবং ১৪ নং ওয়ার্ডের আংশিক এলাকা নিয়েই ওই কালেকসন ওয়ার্ড। পুরপতি বলেন, গত বছর পুর এলাকায় বিভিন্ন খাতে ভাগ করে সাড়ে ১৭ শতাংশ কর ধার্য্য ছিল। এবারে ওই পদ্ধতি পাল্টে রেন্ট ভ্যালুয়েসন অনুযায়ী কর ধরা হয়েছে। এর ফলে ১২৭৪টি পরিবারের কর হয়েছে ১০ শতাংশ। ১১৪০টির ১৮ শতাংশ, ৬৮৪টির ২৫ শতাংশ এবং ৯৬টির ৩০ শতাংশ করে। ৫টি হোল্ডিং এর ক্ষেত্রে এই হার দাঁড়িয়েছে ৩৫ এবং ৪০ শতাংশ। সরকারী হিসেব অনুযায়ী আগে গড়ে কর ধার্য্য ছিল সাড়ে ১৭ শতাংশ। এবারে ১২৭৪টি পরিবারের ক্ষেত্রে এই হার কমে ১০ শতাংশ দাঁড়ানো সত্ত্বেও তাদের করের সামগ্রিক পরিমাণ বেড়ে গেছে। মৃগাঙ্কবাবুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী রেন্ট ভ্যালুয়েশন বৃদ্ধিই এর মূলে। পুর এলাকায় সর্ব্বত্র এই ভ্যালুয়েশন সমান নয়। যেমন ধনপতনগরের বাড়ির ভ্যালুয়েশন জঙ্গিপুর শহরের সঙ্গে সমান নয়। আবার রঘুনাথগঞ্জে এই ভ্যালুয়েশন আরও বেশী। ঠিক একই ভাবে প্রধান রাস্তার উপর নির্মিত বাড়ি এবং গলির উপর অবস্থিত বাড়ির ভ্যালুয়েশনেরও কম বেশী রয়েছে। মোদ্দা কথা পজিসন অনুযায়ী ভ্যালুয়েশন ধরেই এবারে কর ধার্য্য হয়েছে পুরপতি জানান, গত বছর ৪২ শতাংশ কর আদায় হয়েছে। অনেকে আর্থিক অভাবে কর দিতে পারছেন না। অনেকে আবার স্বভাবে দিচ্ছেন না। কেও বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন জীবন ও জীবিকার জন্য। কেও কেও বাড়ি ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করছেন। সরকারী আইনের চোখে সবাই এক হোলেও মৃগাঙ্কবাবু রিভিউ এর সময় বাস্তব অবস্থা বিচারের জন্য কমিশনারদের বোর্ডের কাছে অনুরোধ জানাবেন বলে কথা দিয়েছেন।

প্রমাণ চান পুরপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা নিতে রাজী আছেন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রসঙ্গটি তোলেন এক সাংবাদিক। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মৃগাঙ্কবাবু বলেন, তাঁর বাড়ির পুর কর এবারে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এক ছাত্র নেতার বাড়ির কর প্রায় ৩ গুণ বেড়েছে। ধনপতনগরে ৪ জনের কর বেড়েছে। এদের মধ্যে ৩ জনই সি পি এমের। কর নির্ধারণে এবারে দুর্নীতি হয়েছে। পুরপতির মতে, এটাও ঠিক কথা নয়। ওই সময় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগেরই এক পুর কর্মচারী। তিনিও পুরপতিকে সমর্থন করেন। বলেন' ওসব দুর্নীতি আগে অনেক হয়েছে। এবারে তা বন্ধ করা হয়েছে।

গ্রামে গ্রামে অশান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর ভৈরবটোলা ও সম্মতিনগর অশান্ত হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার থেকে ভৈরবটোলায় সি পি এম ও কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের মধ্যে গোলমাল চলছে। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় দলেরই একজন করে আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে। অবস্থা সামলাতে সেখানে পুলিশ পিকেট বসেছে। পিকেট বসেছে সম্মতিনগরেও। সেখানে মঙ্গলবার ভোরে হুররাপুরের কিছু মস্তপ ব্যক্তি এসে কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করে। কয়েক ব্যক্তিকে উত্তম-মধ্যম প্রহারও করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক পুলিশ অফিসার জানান, সেখানে বেশ কয়েকটি বোমাও ফাটানো হয়। এ পর্যন্ত কাওকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে সরাসরি সংঘর্ষ না ঘটলেও সেখানে চরম উত্তেজনা রয়েছে বলে পুলিশীসূত্রে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বিবেচনায় সেখানে আগে থেকে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

নিয়োগ নিয়ে ফের বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। এসব ঘটে যাওয়ার অনেক পরে পুলিশ আসে। এবং ইনটারভ্যু শুরু হয়। ইনটারভ্যু চলে সন্ধ্যে পর্যন্ত। উল্লেখ্য ধুলিয়ান পুরসভায় শিক্ষক পদে ১৭ এবং ১৮ জুন ইনটারভ্যু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় একদল যুবকের বিক্ষোভের ফলে সেবারে ইনটারভ্যু স্থগিত রাখা হয়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ভুগোল বাতিলের সিদ্ধান্ত বাতিল হল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদের দাবী : গত কয়েক দিনে জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কয়েকটি চিঠি আমাদের দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। একাধিক স্বাক্ষরযুক্ত ঐ সব চিঠিতে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবী ও প্রস্তাব রেখেছেন। ওই সব প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম কলেজ হোষ্টেলের বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট বিমলেন্দু দেকে অপসারণ করে অন্য একজন সুপার নিয়োগ। আবাসিক ছাত্রদের মতে, শ্রীদের ব্যাপক অনুপস্থিতি তাদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। ছাত্রদের ২য় প্রস্তাব, ক্লাস রুটিনে অধ্যাপকদের নাম উল্লেখ করে পুরোন পদ্ধতি ফের চালু করার। এর ফলে ছাত্রদের ভাষায়, তারা অনুপস্থিত অধ্যাপকের পরিচয় জানতে পারবেন। এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে পারবেন। এ পদ্ধতি ৩-৪ বছর আগে চালু ছিল। অধ্যাপকদের চাপেই পূর্বতন অধ্যক্ষ ডাঃ সচ্চিদানন্দ ধর নাকি ওই প্রথা বাতিল করতে বাধ্য হন। ছাত্রদের ৩য় প্রস্তাব কলেজ কর্মচারী ও অধ্যাপকদের হাজিরা খাতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার। এর জন্য আগেকার মত অধ্যক্ষের ঘরে অধ্যাপকদের হাজিরা খাতা রাখার দাবী জানিয়েছেন ছাত্ররা।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ফোন : ১১৫
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।